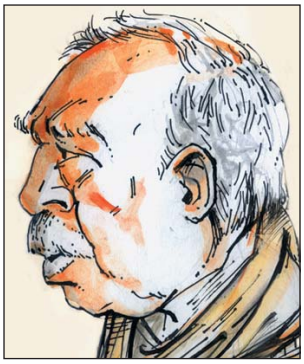

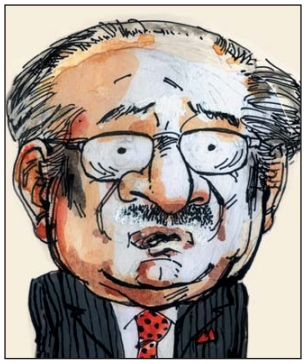

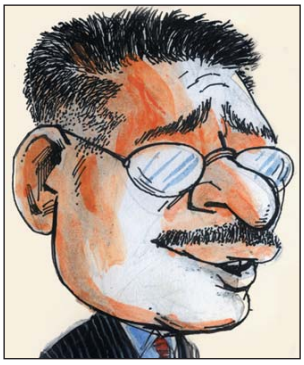

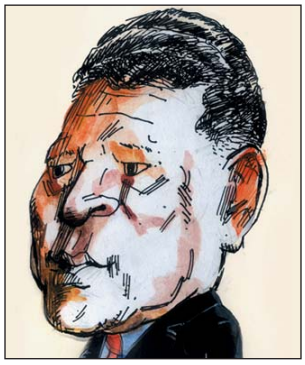

K_v ejv cwZ‡hwMZv

û`v P¨vw¤úqb AvKei ivbvi Avc

লিখেছেন বদরুল আলম নাবিল

যারা সর্বদাই পান করে তারা স্বাদ গ্রহণ করে না, আর যারা সর্বদা কথা বলে তারা চিন্তা করে না। -প্রাইসর

রাজনৈতিক দল বড় ভয়ানক জিনিস! কাজের চেয়ে কথা বেশি। কথার চেয়ে বেশি ঝগড়া এবং ঝগড়ার চেয়ে বেশি দলাদলি। আজকাল আবার দলাদলিকে ছাড়িয়ে গেছে ষড়যন্ত্র। -প্রবোধ কুমার সান্যাল

বহুল প্রচলিত মতবাদ- মানুষ উপদেশ দিতে ভালোবাসেন। কারণে-অকারণে একজন আরেকজনকে উপদেশ দিতে পছন্দ করেন। যদিও উপদেশের বিষয়গুলো নিজের জীবনে মেনে চলেন না। এটা সাধারণ জনমানুষের চিত্র। আর অসাধারণ মানুষেরা কী করেন? তারা কোনো উপদেশের ধার ধারেন না। প্রয়োজন মনে করেন না যুক্তি এবং তর্কের কাছাকাছি থাকতেও।

তারা কথা বলেন, শুধুই কথা বলতে ভালোবাসেন। এই অসাধারণ মানুষের নাম রাজনীতিবিদ।

অনেক বছর আগে প্রবোধ কুমার সান্যাল রাজনীতিবিদদের একটা পরিচিতি দিয়ে গেছেন। প্রবোধ কুমারের সেই মূল্যায়ন এখনো রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। মাঠে-ময়দানে, জনসভায় বা সংসদে সর্বত্র কথার যুদ্ধ। রাজনীতিবিদরা কথা বুঝে যতোটা বলেন, না বুঝে তারচেয়ে বেশি বলেন, সম্ভবত তারচেয়েও বেশি বলেন যা বোঝেন তার উল্টোটা, যা বাস্তব তারও উল্টোটা।

কথা বলাটাকে যদি আমরা একটা প্রতিযোগিতা হিসেবে ধরে নেই তাহলে আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে কঠিন লড়াই হবে 'স্থান' পাওয়া নিয়ে। এটা অনেকটা ১০০ মিটার দৌড়ের মতো। প্রতিযোগীদের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য। প্রথম হওয়ার দাবিদার কমপক্ষে দু'তিন জন। আমরা এখানে মূল্যায়ন করছি শুধু সরকারি দলের রাজনীতিবিদদের মন্ত্রীদের। বিরোধী দলকে সম্পৃক্ত করলে প্রতিযোগিতা আরো জমজমাট হতো। শেখ হাসিনা এবং জলিল দু'জনেই প্রথম স্থান পাবার মতো যোগ্য প্রার্থী ছিলেন। তবে তাদেরকে প্রতিযোগিতার আওতায় না আনলেও 'বিশেষ পুরস্কার' দেয়ার ব্যবস্থা রেখেছি। অশ্লীলতা বিভাগে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়েছে সাকাচৌকেও।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিবেচনায় সবাইকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা। নাজমুল হুদার জন্যে হুমকি ছিলেন নৌমন্ত্রী কর্নেল অবঃ আকবর হোসেন। অল্পের জন্যে তিনি প্রথম হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন। সবচেয়ে বেশি কথা বলে তৃতীয় হয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সাইফুর রহমান। কথা বেশি বললেও হুদা এবং আকবরের মতো এতো আলোচিত কথা তিনি বলতে পারেননি। তাছাড়া তার অনেক কথার মধ্যে যুক্তি এবং সততা থাকে। যেমন তিনি দাতাদের উদ্দেশে বলেছেন, 'তোমরা টাকা কম দাও কথা বেশি বলো।' তার কথার এই যুক্তি তাকে নাজমুল হুদা এবং আকবরের তুলনায় পেছনে ফেলে দিয়েছে।

চতুর্থ স্থানে যাকে রাখা হয়েছে তার আমলে হওয়ার কথা ছিল প্রথম। তিনি আলতাফ চৌধুরী। জোট সরকারের মন্ত্রিসভাকে সবচেয়ে প্রথম আলোচনায় এনেছেন তিনি। তিনি প্রথম হতে পারেননি নিজের কারণে নয়, প্রধানমন্ত্রীর কারণে। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী তার কথা বলার ওপর বেশ কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছেন। তারপরও চতুর্থ স্থান

থেকে তাকে টলানো যায়নি।

পঞ্চম স্থানে আছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। তবে গত কিছুদিন ধরে তিনি যা বলছেন সেটা অব্যাহত রাখলে অচিরেই সামনের সারিতে চলে আসবেন।

আমাদের এই তালিকার সঙ্গে অনেক পাঠকেরই হয়তো ভিন্নমত থাকতে পারে। আমরা এ ক্ষেত্রে উদার। পাঠক তার মতামত জানিয়ে লিখলে আমরা সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবো এবং নির্বাচিত কিছু লেখা প্রকাশও করবো।

১ ম্যাগনেটিক হুদার বেহুদা কথা

প্রথম স্থান অধিকার করা নাজমুল হুদা কখন কি উদ্দেশ্যে কি বলেন জনগণ বুঝতে পারে না। তিনি নিজে বোঝেন কি না তা অবশ্য গবেষণার বিষয়।

যোগাযোগমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি বলছেন, ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে তিনি ম্যাগনেটিক ট্রেন চালু করবেন। যাতে চট্টগ্রাম থেকে ১ ঘন্টায় ঢাকা আসা যায়। এজন্য তিনি কয়েক হাজার কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরিও করেছেন। বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশে এত টাকা খরচ করে 'বুলেট ট্রেন' অতিমাত্রায় বিলাসী স্বপ্ন নয় কি? যেখানে জাপানের মতো একটি উন্নত দেশে বুলেট ট্রেন লাভজনকভাবে চালাতে পারছে না। এই ট্রেনের ভাড়া হবে প্লেনের চেয়েও বেশি। তবে এতে যাত্রী কে হবেন? মাননীয় মন্ত্রী, চট্টগ্রাম থেকে ১ ঘন্টায় আমাদের ঢাকা আসার দরকার নেই। কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ধানমন্ডিতে আমরা এক ঘন্টায় আসতে চাই। সে ব্যবস্থা করুন।

এ তো গেল ম্যাগনেটিক ট্রেন কাহিনী। রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরেও তিনি অনেককে ছাড়িয়ে।

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার দায় তিনি আওয়ামী লীগের গায়ে চাপানোর জন্য বললেন, 'গ্রেনেড হামলা নিয়েও আওয়ামী লীগ ইস্যু তৈরির চেষ্টা করেছে, পারেনি। সেদিন সাত-আটটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ হলো, কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে হামলা হয় তার (শেখ হাসিনা) শরীরে একটাও লাগেনি কেন? ট্রাকের মধ্যে একটাও গ্রেনেড পড়লো না কেন?'

মাননীয় মন্ত্রী, শেখ হাসিনার গায়ে গ্রেনেড লাগলে আপনি কী খুশি হতেন? শেখ হাসিনা যদি ঐ দিন নিহত হতেন, আপনি যেখানে এখনো আছেন সেখানে থাকতে পারতেন?

আপনি সাংবাদিকদের ওপর বেশ ক্ষেপা। মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে দাওয়াত দিয়ে আবার বের করে দিয়েছেন। তার আগে বলেছেন, 'আমরা তো তথ্য সন্ত্রাসও দেখি, তথ্য সন্ত্রাসীদের যদি র‍্যাবের আওতায় আনা যায় তাহলে কেমন হয়!'

- একাত্তরে তৎকালীন রাষ্ট্রের অখন্ডতা চেয়ে জামায়াত কোনো অপরাধ করেনি
- সেদিন (২১ আগস্ট) সাত-আটটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ হলো, কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে (শেখ হাসিনা) হামলা হয় তার শরীরে একটাও লাগেনি কেন?
- আমরা তো তথ্য সন্ত্রাসও দেখি। তথ্য সন্ত্রাসীদের যদি র‍্যাবের আওতায় আনা যায় তাহলে কেমন হয়!
- যখন দেখি ছাত্রদল ও শিবির ঝগড়া করে তখন খারাপ লাগে। এই ঝগড়া দেশকে আবার কোথায় নিয়ে যায় কে জানে। আমরা তো ছাত্রশিবিরের মতো সুশৃঙ্খল ছাত্র সংগঠন করতে পারিনি।

সাংবাদিকদের ওপর আপনার ক্ষেপে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ আপনার বিশেষ কিছু কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সংবাদপত্রগুলো। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মতে, আপনার মন্ত্রণালয় সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত। আপনি ক্ষমতার জোরে রেলওয়ের ১০ কোটি টাকার সম্পদ নিজের স্ত্রীর সংস্থাকে দিয়েছেন ৫ হাজার টাকায়। নিজের ভাই কামরুল হুদাকে বিআরটিএ

ôK_v Kb¨vÕ

তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা, কিন্তু ক্রমশ 'কথা কন্যা' হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছেন। সুযোগ পেলেই কথা বলেন। যেকোনো বিষয়ে মন্তব্য করতে ওনার সমান এখনো কেউ হয়ে ওঠেন নাই আমাদের রাজনীতিতে।

অনেকে মনে করেন ওনার এই অতি কথাপ্রিয়তার কারণে তার এবং তার দলের ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। কেউ কেউ আবার মনে করেন গত নির্বাচনে তার দলের পরাজয়ের অন্যতম কারণ তার এই কথাপ্রিয়তা।

কথা বলতে বলতে তিনি মাঝে মাঝে এমন সব বেফাঁস কথাও বলে ফেলেন যা শুনলে তাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধীদলীয় নেত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করতে কষ্ট হয়। যেমন গত সরকারের সময়ে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী, পবিত্র জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী সম্পর্কে যে অশ্লীল ইঙ্গিত তিনি করেছিলেন তা সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর আসন ছেড়ে আসার পরও তার কথা থামেনি। যেমন কিছুদিন আগে তিনি তার নেতা-কর্মীদের বললেন, 'রোজ রোজ মার খাওয়া নয়, আর মার খেয়ে কেউ আসবেন না। বরং কে কয়টা মার দিয়ে আসতে পারেন সেটাই দেখতে চাই'। এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় চট্টগ্রামে এইট মার্ডারের পর বলেছিলেন, 'চট্টগ্রামের নেতারা কি হাতে চুড়ি পরে থাকেন। এরপর একটা লাশ পড়লে দশটা লাশ পড়বে।'

কোনো প্রধানমন্ত্রীর মুখে কী এ রকম কথা শোভা পায়। সেকি

● রোজ রোজ মার খাওয়া নয়, আর মার খেয়ে কেউ আসবেন না। বরং কে কয়টা মার দিয়ে আসতে পারেন সেটাই দেখতে চাই।

● আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরে কোনো সন্ত্রাস ছিল না। সবাই শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো এবং বাড়িতে সুখে বসবাস করতো। আমাদের সময় কোনো অভাব ছিল না। জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি। অথচ মানুষের আয় বেড়েছিল।

● হরতালের মহারাণী খালেদা জিয়া এখন হরতাল না করার সবক দিচ্ছেন। বিরোধী দলে থাকার সময় ৩৮২ দিন হরতাল করার পর এখন তিনি হরতালের বিরুদ্ধে কথা বলেন কোনো মুখে? হরতালের মহারানীর সঙ্গে হরতালবিরোধী কথা শোভা পায় না।

মানুষকে আইন হাতে তুলে নেয়ার জন্য উৎসাহিত করতে পারেন কি না, নেত্রী একটু ভেবে দেখবেন?

গত বছর তিনি বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরে কোনো সন্ত্রাস ছিল না। সবাই শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো এবং বাড়িতে সুখে বসবাস করতো। আমাদের সময়ে দেশে কোনো অভাব ছিল না।'

মাননীয় নেত্রী আপনার সরকারের অনেক সাফল্য ছিল। দেশ

বোর্ডের সদস্য বানিয়ে পুরো পরিবহন সেক্টর নিয়ন্ত্রণ করছেন। টু স্ট্রোক বেবিট্যাক্সি বন্ধ করে ভালো কাজ করেছিলেন। কিন্তু একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে থ্রি হুইলার সিএনজি চালিত স্কুটার আমদানির অনুমোদন দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি ১ লাখ ৫ হাজার টাকা নির্ধারিত দামের গাড়ি শো রুম থেকে বিক্রি করে ৩ লাখ টাকায়।

ঢাকা থেকে পুরনো গাড়ি হটানোর নামে নিম্নমানের ভারতীয় গাড়ির ভাগাড়ে পরিণত করেছেন রাজধানীকে। সিএনজি ফিলিং স্টেশনের নামে সরকারি বিপুলসংখ্যক জমি আপনি অস্বচ্ছভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ দিয়েছেন। এসব খবর শুধু পত্রপত্রিকাগুলো মানুষকে জানিয়েছিল, যার ফলে আপনি ক্ষুব্ধ হতেই পারেন মাননীয় মন্ত্রী! সংসদীয় কমিটিও এ ব্যাপারে আপনার কাছে জানতে চেয়েছে।

জাতি হিসেবে আমাদের যদি কোনো অহঙ্কারের বিষয় থাকে তবে সেটা নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে স্বাধীনতাবিরোধীদের পক্ষে সাফাই গাইতে আপনার মুখে বাধলো না। পল্টন ময়দানে ছাত্রশিবিরের সদস্য সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আপনি অবলীলায় বললেন, 'একাত্তরে তৎকালীন রাষ্ট্রের অখন্ডতার চেয়ে জামায়াত কোনো অপরাধ করেনি।'

মাননীয় মন্ত্রী, ৩০ লাখ শহীদ আর অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে হেয় করে মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের বড় করে আপনি কী সুবিধা হাসিল করতে চাইছেন দেশবাসীকে বলবেন কী? এতটা বেপরোয়া উচ্চারণ তো ৩৩ বছরে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা করতে সাহস পায়নি!

২ ছাগল বিতরণ মন্ত্রীর আল্লাহ ভক্তি

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কয়েকশ' যাত্রী নিয়ে একটি লঞ্চ (এমভি মহারাজ) ডুব দিল বুড়িগঙ্গায়। প্রায় দেড় শত যাত্রীর সলিল সমাধি হলো। চাঁদপুরের মতলবের ঘরে ঘরে শোক, আহাজারি। উপার্জনক্ষম মানুষটি হারিয়ে পরিবারগুলো দিশেহারা। এ অবস্থায় আমাদের নৌপরিবহনমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের বললেন, 'লঞ্চটির ডিজাইনে ত্রুটি ছিল না, অন্য কোনো অনিয়মও ছিল না। আল্লাহর হুকুম হওয়ায় লঞ্চটি ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে গেছে।' মন্ত্রীর এই মন্তব্যের দু'দিন পর নৌবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল এবং তারই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিআইডব্লিউটিএর তদন্তকারী দল সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করলো লঞ্চটিতে ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ যাত্রী ছিল এবং লঞ্চটির ডিজাইনেও ছিল ত্রুটি।

লঞ্চটির ড্রয়িংয়ে দোতলার কথা উল্লেখ থাকলেও এটিকে তিনতলা করা হয়েছে। লঞ্চের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ওপরের অংশের তুলনায় নিচের অংশ ভারী হতে হয়। কিন্তু লঞ্চটির ওপরের অংশ বড় হওয়ায় সামান্য বাতাসেই লঞ্চটি কাত হয়ে যায়।

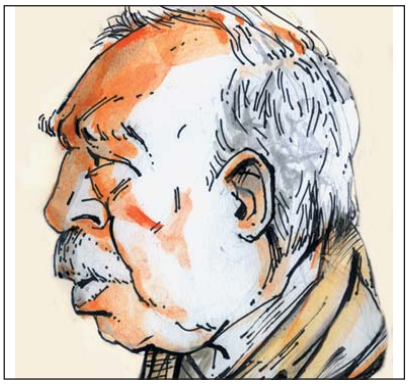

● সাংবাদিকরা ছাগল...
● আল্লাহর হুকুম হওয়ায় লঞ্চটি ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে গেছে।
● আমি পদত্যাগ করবো না, পদত্যাগ করলে কাজ করবে কে? একজন ভালো মন্ত্রীর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কাজ করে যাওয়া। আগামী দেড় বছরে নৌ মন্ত্রণালয়কে ঠিক করে তারপর পদত্যাগ করবো। ১২ *জুলাই ২০০৩*

তবে এই বর্ষীয়ান মন্ত্রী কেন তদন্ত করার আগেই আল্লাহর ওপরে দায় চাপালেন? এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে। কয়েক দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ১৭ জন ছাত্রছাত্রী যাত্রীবাহী লঞ্চে চড়ে গিয়েছিল চাঁদপুর। উদ্দেশ্য আর কিছুই না, নৌ-ভ্রমণের আনন্দ নেয়া। যেতে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু ফেরার সময় সন্ধ্যা হয়ে

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছিল, দ্রব্যমূল্য মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে ছিল, আপনার সরকার একটি ভয়াল বন্যা খুব যোগ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা করেছিল। কিন্তু আপনার সরকারের সকল সফলতা চাপা পড়ে যায় আপনার আশীর্বাদপুষ্ট কিছু গডফাদারের সন্ত্রাসের নিচে। জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, আবুল হাসানাত, আবু তাহের এবং হাজি সেলিমের মতো কিছু ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নিজ নিজ এলাকায় স্বশাসন জারি করেছিল। আপনার সাংসদ ইকবালের নেতৃত্বে প্রকাশ্য দিবালোকে মিছিলে গুলি করে পাখির মতো মানুষ খুন করেছিল। আপনার সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের করা হিসাবে দেখা যায়, আপনার ৫ বছরে সারা দেশে ১৮ হাজার ৫৬৩ জন মানুষ খুন এবং ১২ হাজার ৯২৫ জন ধর্ষিত হয়েছিল। গড়ে প্রতিদিন ১০ জন মানুষ খুন হয়েছে।

আপনার সোনার ছেলেদের সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচার জন্যই কেবল আপনার দলের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়েছিল, বিএনপিকে ভালোবেসে নয়। তারপরও যখন আপনি বলেন আপনার সময়ে সন্ত্রাস ছিল না। তখন মানুষ হাসবে, না কাঁদবে বুঝতে পারে না।

যে সত্যটা সবার কাছে পরিষ্কার তার উল্টো কথা বলতে গিয়ে নিজের ইমেজ কেন নষ্ট করছেন? এ প্রতিবেদন তৈরির জন্য নির্বাচিত নয় নেতা-নেত্রীর বক্তব্য সংকলন করতে গিয়ে দেখলাম অন্য ৬ জন মিলে যে কথা বলেছেন আপনি একাই তার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছেন।

আপনি সাকা চৌধুরী সম্পর্কে অনেক কথাই বলেন। তাকে স্বাধীনতার শত্রু, গডফাদার, খুনি সবই বলেন। আবার কেন আপনি তাকে আপনার ড্রয়িং রুমে বসিয়ে মিষ্টি খাওয়ান? প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন আপনি বারবার বললেন, বিরোধী দলে গেলেও আর হরতাল করবেন না। কিন্তু এই ঘোষণা দেয়ার ৬ মাস যেতে না যেতেই কারণে-অকারণে হরতাল দিতে শুরু করলেন! আপনাদের এক নেতা সম্প্রতি এ প্রতিবেদককে বলেছেন, 'হরতালের একমাত্র বিকল্প কর্মসূচি আছে সশস্ত্র বিপ্লব!' এটাই যদি আপনারা মনে করেন হরতাল ছাড়া আপনাদের চলবে না, তবে ঐ ঘোষণা কেন দিলেন? নাকি আপনি মনে করেছিলেন আপনাকে আর কখনো বিরোধী আসনে বসতে হবে না? এতোটা কম দূরদর্শিতা আপনার থাকার কথা নয়। আর হরতাল এখন এক ভোঁতা অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। হরতালে সরকারের তেমন কিছুই হয় না, কষ্ট হয় সাধারণ মানুষের। খেটে খাওয়া মানুষের কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু পেট বন্ধ থাকে না। মানুষের খাবার জোগাড় করতে কষ্ট হয়। বরং জনসংযোগ বাড়ান, সরকারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করুন। আপনার ভবিষ্যৎ সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তৈরি করে মানুষকে জানান এবং প্রভাবিত করুন। জ্বালাও পোড়াও রাজনীতির সময় শেষ হয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মকে স্বপ্নের কথা বলুন।

আপনি এখন স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে বলছেন, তাদের বিচারের কথা বলছেন। কিন্তু আপনিও তাদের সঙ্গে নিয়ে বিএনপি সরকারবিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জামায়াতিদের বিচার করার কথা বলেছিলেন। তারপর আপনি ৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। বিচার করা দূরে থাক, বিচারের উদ্যোগটি পর্যন্ত নেননি, এমনকি বিষয়টি মুখেও আনেননি।।

আপনারা রাজনীতিবিদরা প্রতিদিন এতো অঙ্গীকার করেন আবার তা ভেঙে দেন। যার কারণে সাধারণ মানুষ আপনাদের কথা শুনেই ধরে নেয় আপনারা সত্য বলছেন না। যার কারণে আপনাদের সত্য কথাও মানুষ এখন বিশ্বাস করতে পারছে না।

গেছে। ঝড় উঠেছে। লঞ্চের সব যাত্রীর মতো ওরাও ভীত হয়ে পড়ল। যাত্রীরা আল্লাহ, গড বা ভগবানকে স্মরণ করছেন। ওদের পাশেই ছিল এক বয়স্ক ভদ্রলোক, যিনি প্রায়ই এ পথে যাতায়াত করেন। তাকে একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলো, চাচা ঝড় কি আরো বাড়বে? উত্তর, আল্লাহ জানেন। চাচা লঞ্চ কি ডুবে যাবে? উত্তর, আল্লাহ জানেন। চাচা লঞ্চ ডুবে গেলে কি করবো? উত্তর, আল্লাহ জানেন।

এই বৃদ্ধ চাচা এবং নৌমন্ত্রী দু'জনই আল্লাহর কথা বলেছেন। তবে একজন ভয় পেয়ে গিয়ে শেষ ভরসা হিসেবে আল্লাহর কথা বলেছেন, আরেকজন নিজের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য আল্লাহর কথা বলেছেন। কারণ তিনি ভালো করেই জানেন ধর্মপরায়ণ এই দেশে আল্লাহর কথা বলে সব দায়-দায়িত্ব সহজেই এড়ানো যায়। আকবর হোসেন নৌপরিবহনমন্ত্রী হওয়ার পর ৭টি লঞ্চডুবির ঘটনা ঘটেছে। মানুষ মারা গেছে প্রায় আড়াই হাজার! প্রতি দুর্ঘটনার পরেই তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু তদন্ত কমিটি আর রিপোর্ট জমা দেয়নি। জমা দিলেও তা মানুষ জানতে পারেনি। হাজার হাজার স্বজনহারা মানুষ জানতে পারেনি তাদের আপনজনদের হত্যাকারী কে। তার ভাই, বাবা বা সন্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো কে বা কাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন অবহেলার কারণে।

প্রতিটি লঞ্চ দুর্ঘটনার পর কিছু লোককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু কিছু দিন পর আবার তাদেরই বহাল করা হয় নৌ-অধিদপ্তরে।

প্রতিবার নৌ দুর্ঘটনার পর নৌমন্ত্রী অনেক অঙ্গীকার করেন। অনেক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। গত বছর মে মাসের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দু'শতাধিক যাত্রীর প্রাণহানির পর তিনি ৪৫ কোটি টাকার 'নৌ নিরাপত্তা প্রতিরোধ' প্রকল্পের ঘোষণা দেন। কিন্তু ১০ মাসে কেবল প্রকল্প ছাড়পত্র তৈরি হয়েছে। অথচ খরচ হয়ে গেছে কোটি কোটি টাকা। এর আগে বিগত সরকারের আমলেও এ রকম একটি প্রকল্পের নামে ৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এই মন্ত্রীর সময়ে ঘটা ৭টি লঞ্চডুবির পর তিনি যেসব অঙ্গীকার করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে- যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সুষ্ঠু নৌ-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, ১৯৭৬ সালের অভ্যন্তরীণ নৌ-অধ্যাদেশ ও বিধিমালা বাস্তবায়ন, চলাচলের অনুপযোগী নৌযানগুলো শনাক্ত করা; ঢাকা, বরিশাল ও খুলনায় নৌযান পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের জন্য তিনটি বিশেষ টিম গঠন করা, নৌযানের প্ল্যান, নকশা ও নির্মাণ তদারকির জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, রাতের বেলায় চলাচলের জন্য যাত্রীবাহী লঞ্চে রেডিও যোগাযোগসহ রাস্তার সংযোগ করা, নতুন ডিজাইনে দুই ইঞ্জিন রাখা বাধ্যতামূলক করা, মাস্টার ও আনসারদের প্রশিক্ষণ দেয়া, মাস্টার ও চালকদের সনদ নৌযানেই প্রদর্শনে বাধ্য করা, টার্মিনালগুলোতে লঞ্চ মনিটরিং করা, যাত্রীদের শনাক্ত করার জন্য নৌবন্দরগুলোতে নাম-ঠিকানা সংবলিত রেজিস্টার বক্স জ্ঞাপন ইত্যাদিসহ অজস্র অঙ্গীকার। এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়ন দূরে থাক, উদ্যোগ পর্যন্ত নেয়া হয়নি। তিনি দোষীদের শাস্তি বা দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে এক নির্মম রসিকতা করলেন বছর দু'য়েক আগে। তিনি ঘোষণা দিলেন, এখন থেকে লঞ্চডুবিতে যারা মারা যাবে তাদের পরিবার একটি করে 'ছাগল' পাবে! এর আগে আমরা দেখেছি ক্রিকেটসহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বপূর্ণ অর্জনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নগদ অর্থসহ বিভিন্ন রকম পুরস্কার দেয়া হয়। মানুষের জীবনের পরিবর্তে ছাগল দেয়ার ঘোষণা কেমন রসিকতা? নাকি তিনি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে খুশি রেখে চাকরি ঠিক রাখার জন্য 'ব্ল্যাক বেঙ্গল' পালন কর্মসূচি প্রসারের ইঙ্গিত দিলেন?

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি সাংবাদিকদের 'অমানুষ' বলেছেন। কারণ তিনি আল্লাহর হুকুমে লঞ্চ ডুবে যাওয়ার যে বাণী দিয়েছেন, সাংবাদিকরা সেটা লিখেছে। প্রশ্ন আসে, লিখে সাংবাদিকরা যদি অমানুষ হয়, যিনি বলেছেন তিনি তাহলে কী? তার মন্ত্রণালয়ে ডাকা প্রেস কনফারেন্সে ছাগল দেয়া বিষয়ক এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাংবাদিকদের 'ছাগল' হিসেবে অভিহিত করেন। মাননীয় মন্ত্রী, আপনি যা করতে চাইছেন, মুখে যেটা বলছেন, সেটা যারা লিখছে তাদেরকে আপনি 'অমানুষ' 'ছাগল' বলছেন। আপনি কী জানেন জনগণ

পিছিয়ে থাকতে চান না আপোসহীন নেত্রী

খালেদা জিয়া কথা বলেন কম, শেখ হাসিনা বলেন বেশি। বেশি কথা বলার জন্য শেখ হাসিনা সমালোচিত হচ্ছেন বিভিন্ন মহল থেকে। তবে ইদানীং খালেদা জিয়াও যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। বেশির ভাগ ইস্যু নিয়েই আজকাল তিনি কথা বলছেন।

তিনি প্রায়ই বলছেন, আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। গত ১ মার্চ ত্রিশালে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে এক জনসভায় তিনি আরেকটু আগ বাড়িয়ে বললেন, বিদেশী প্রভুদের সহায়তায় আওয়ামী লীগ অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিদেশী প্রভুটা কে? আপনি বলেছেন, 'সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে আওয়ামী লীগ নিজেদের লোক নিজেরাই হত্যা করছে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, প্রধানমন্ত্রী অন্তত তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কথা বলেন না। তবে আওয়ামী লীগের কেউ কাউকে হত্যা করলে প্রমাণ করেন না কেন? আহসানউল্লাহ মাস্টার এবং কিবরিয়া হত্যায় আপনার দলের নেতাদের নাম উঠে আসে কেন? আর আপনি সরকারের প্রধান, আপনার কাজ নয় জনসভায় দাঁড়িয়ে অভিযোগ করা। আপনার কাজ সমস্যার সমাধান করা। মানুষ ভোট দিয়ে আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য, তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। অভিযোগ করবে জনগণ, আপনি সমাধান দেবেন। আপনিও অভিযোগ করা শুরু করলে, মানুষ যাবে কোথায়? এতে আপনার অদক্ষতা এবং অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। আওয়ামী লীগ যদি আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায় আপনি তা প্রমাণ করুন এবং দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

- বিদেশী প্রভুদের সহায়তায় আওয়ামী লীগ অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।
- আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।
- সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে বলেন দেশে আল-কায়েদা আছে। আসলে আওয়ামী লীগই তালিবান। তারাই আল-কায়েদা। তাছাড়া দেশে আর কোনো তালিবান কিংবা আল-কায়েদা নেই।
- আওয়ামী লীগের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে সন্ত্রাস করছে। এ জন্য তারা পরিকল্পিতভাবে নিজেদের লোক নিজেরাই হত্যা করছে।

আপনাকে নিয়ে কী ভাবছেন?

এখানেই ওনার রসিকতা শেষ নয়, লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য ছাগল কেনা উপলক্ষে লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত এক টাকা নেয়ার প্রচলন করেছেন।

ব্যর্থতা এবং দুর্নীতির অভিযোগের কারণে তার পদত্যাগের দাবি উঠেছিল। তাতে তিনি কর্ণপাত না করে বলেছিলেন, আমি দায়িত্ব নিয়েছি দেড় বছর হলো, আর বছরখানেকের মধ্যেই সব ঠিক করে ফেলব। গত বছর এমভি নাসরিন লঞ্চডুবির পর তিনি বলেছিলেন, পরবর্তীতে লঞ্চডুবির ঘটনা ঘটলে তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু ঘটলো আরো দুর্ঘটনা। অসংখ্য মানুষের জীবন গেল। মাননীয় মন্ত্রী, আপনি অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন বন্ধ করতে পারলেন না। ফিটনেসবিহীন লঞ্চ চলাচল বন্ধ করতে পারলেন না। সময় গড়িয়ে গেছে সাড়ে ৩ বছর। এখনো আপনি পুরনো সুরে গেয়ে যাচ্ছেন- আমি পদত্যাগ করবো না, সব ঠিক করে ফেলবো। কবে? জনগণ অপেক্ষায় থাকবে অনন্তকাল...

ড্যানিশ সরকারের সাহায্য সংস্থা ডানিডা তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল। তখনো তিনি পাল্টা অভিযোগ-কারীদের ওপরই দোষ চাপানোর চেষ্টা করেন। ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন মন্ত্রীদের কাজের মূল্যায়ন করা হবে। মন্ত্রীদের কোন কাজের মূল্যায়ন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? ব্যর্থদেরই তো দেখছি প্রমোশন হচ্ছে। অসংলগ্ন কথা বলাই কী প্রধানমন্ত্রীর কাছে যোগ্যতার মাপকাঠি? ব্যর্থতাই কী যোগ্যতা?

৩ অভিযোগ ও উপদেশ মন্ত্রী

সবাইকে তিনি উপদেশ দিয়ে বেড়ান। অভিযোগও করেন প্রায় সবার বিরুদ্ধে। এসব শুনে মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি অর্থ ও পরিকল্পনা নয়, উপদেশ ও অভিযোগ মন্ত্রী। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়ার মৃত্যুর পর তিনি মন্তব্য করলেন ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে।

শাহ কিবরিয়ার পুত্র ড. রেজা কিবরিয়া প্রশ্ন তুলেছেন, মন্ত্রী যখন এটা জানতে পেরেছেন এটা ব্যক্তিগত বিরোধের হত্যাকান্ড তাহলে তিনি নিশ্চিয়ই জানেন কারা এই হত্যাকারী?

গত বছর মার্চে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পক্ষে সংসদে তিনি বললেন, 'চালের দাম আরো বেশি হওয়া উচিত। কারণ চাল উৎপাদন করতে কৃষককে অনেক কষ্ট করতে হয়। কিন্তু সে অনুসারে দাম তারা পায় না। শহরের মানুষ বিনা পয়সায় খেতে চায়। এমন কোনো কৃষিপণ্য নেই যা আমি ফলাইনি। তাই গত তিন মৌসুম ধরে বোরো ফসলের দাম না পাওয়ায় কৃষকের দুঃখ আমি বুঝি। মৌসুম ছাড়া টমেটো খাবেন আর দাম বেশি দেবেন না, তাতো হতে পারে না।'

এ বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী নিজেকে কৃষক দাবি করেছিলেন। তবে কৃষিকাজ করার জন্যই

রাখাল বালকের ট্রাম কার্ড

তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের নিভৃতচারী নেতা। তার এলাকা নওগাঁয় ভারত এবং আওয়ামী লীগবিরোধী সেন্টিমেন্ট তীব্র হওয়ায় তিনি বারবার নির্বাচনে পরাজিত হচ্ছিলেন। সে কারণে দলের মধ্যেও ছিলেন কোণঠাসা। কিন্তু বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বাঘা বাঘা নেতা যেখানে হেরে গেলেন, সেই নির্বাচনের অভাবিত জয় পেয়ে আলোচনায় এলেন তিনি। এরপর নেত্রীর আশীর্বাদে হয়ে গেলেন দলের সাধারণ সম্পাদক। এরপরই তিনি পাল্টে যেতে থাকলেন। শুরু করলেন কথার রাজনীতি।

২০০৩ সালের শেষের দিকে তিনি বললেন 'আগামী বছর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ দেশে ক্ষমতার হাত বদল হবে।' গত বছর মার্চের শেষে আবার 'কথার বোমা' ফাটালেন। বললেন, 'এপ্রিলের মধ্যেই দেশের মানুষ সরকারের দুঃশাসন থেকে মুক্তি পাবে। ৩০ এপ্রিলই হবে জোট সরকারের শেষ দিন। আমার কাছে ট্রাম কার্ড আছে, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ছাড়ব' ইত্যাদি। এরপরে তিনি আরো কয়েকবার একই কথা বললেন। মিডিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন তুললো তার এই কথা। আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা তার কথার বিরোধিতা না করে পরোক্ষ সমর্থন করলেন। মানুষ দিন গুনতে শুরু করলো। সবাই ভাবতে লাগলো পর্দার অন্তরালে কোন খেলা চলছে। সরকারও নড়েচড়ে বসলো। শুরু হলো ধরপাকড়। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা আবদুল জলিল কাহিনী বলছি। নাটকের ক্লাইমেক্স জমে ওঠে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে। সাপ্তাহিক ২০০০-এ আবদুল জলিলকে 'নয়া রাখাল বালক' আখ্যা দিয়ে প্রচ্ছদ করা হলো। তৃতীয় সপ্তাহেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ওনার ডেডলাইন মোতাবেক সরকারের পতন হচ্ছে না।

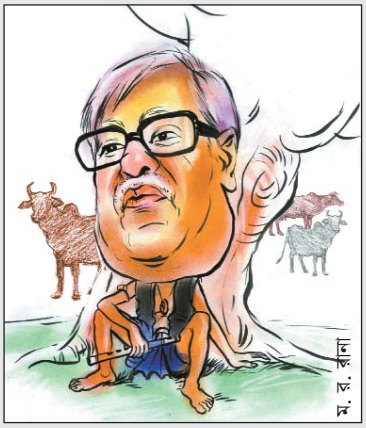

● ৩০ এপ্রিলের মধ্যে আন্দোলনের মুখেই এ সরকারের পতন হবে। ৪ নবেম্বর ২০০৩
● এপ্রিলের মধ্যেই দেশের মানুষ জোট সরকারের দুঃশাসন থেকে মুক্তি পাবে। ৩০ এপ্রিলেই হবে জোট সরকারের শেষ দিন।

শেষ পর্যন্ত ৩০ এপ্রিলের একদিন আগেই আবদুল জলিল বললেন, আমি ৩০ এপ্রিলের ডেডলাইন দেইনি, এটা সাংবাদিকরা বানিয়েছে। আবদুল জলিলের ৩০ এপ্রিলের ডেডলাইন বাংলাদেশে শুধু নয়, বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম বাকোয়াস কথা নজির হয়ে থাকলো।

● 'মাইনষে তোমাদের চুর-চোট্টা বলে, এইটা শুনতে তোমাদের ভাল লাগে'। *কাস্টমস্ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে*
● চালের দাম আরো বেশি হওয়া উচিত। আমি কৃষক, তাই কৃষকের দুঃখ আমি বুঝি। শহরের মানুষ বিনা পয়সায় খেতে চায়।
● পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় সে তুলনায় বাংলাদেশে কিছুই হয় না।
● দ্রব্যমূল্য নাকি বেশি? এতো বড় (হাত দিয়ে দেখিয়ে) একটা কপির দাম ১০ টাকা অইবো নাকি ২ টাকা অইবো? চিনি উৎপাদন করবা না, ঘরে বইসা চিনি খাইবা আর কইবা দাম বাইড়া গেছে। পত্রিকায় হেডিং হয় সয়াবিন তেলের দাম ৬০ টাকা উঠেছে। ভাবখানা এমন, যেন দেশে সয়াবিন উৎপাদন হয়।
● আমি তো প্রতিদিন বক্তৃতা দিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না।
● এ দেশের মানুষ পেটুক স্বভাবের। তারা বছরে মাথাপিছু ১৮৩ কেজি চালের ভাত খায়।

সম্ভবত অর্থমন্ত্রীর পুত্ররা শ্রীমঙ্গলের মাইজিদিহি পাহাড়ে ৫ টাকা একর ধরে ২০০ একর সরকারি খাস জমি বরাদ্দ নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তিনি বলেছেন কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পায় না তাই দাম বাড়া উচিত। কিন্তু আপনি কি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন এই বাড়তি মূল্য কৃষক কখনোই পায় না, চলে যায় মজুতদার আর বাজার নিয়ন্ত্রক সিন্ডিকেটের হাতে। কুষ্টিয়ার কৃষক যে লাউটি ৫ টাকা বিক্রি করেন, ঢাকার বাজারে এসে তা বিক্রি হয় ২০ টাকা।

মাননীয় মন্ত্রী আপনি বলেছেন শহরের মানুষ ফাও খেতে চায়। কিন্তু ভ্যাট, ট্যাক্স আর দ্রব্যমূল্য দিয়ে মধ্যবিত্তদের রস আপনি যেভাবে চিপছেন তাতে সম্ভব হলে খাওয়াই ভুলে যেত। দেশের অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দাতাদের ওয়াশিংটনে বৈঠক করার সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন অর্থমন্ত্রী। এজন্য তিনি আওয়ামী লীগ এবং সংবাদপত্রগুলোকে দায়ী করেছেন। 'প্রতিদিনের সংবাদপত্র দেখলে মনে হয় দেশ নেই, ডুবে যাচ্ছে, গেছে। সাফল্যের কোনো খবর নেই'।

মাননীয় মন্ত্রী, সংবাদপত্রগুলো যেসব সংবাদ ছাপছে সেগুলো তারা নিজেরা তৈরি করছে না, ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তারা ছাপছে?

আপনারা এতোদিন জোর গলায় বলতেন দেশে কোনো জঙ্গি সাম্প্রদায়িক গ্রুপ নেই। এখন তো আপনার নেত্রী স্বয়ং বলছেন কিছু লোক ধর্মের নামে বোমা হামলা চালিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এতোদিন সংবাদপত্রগুলো এ কথাই বলে আসছিল, এখন আপনারাও বলতে বাধ্য হচ্ছেন। সংবাদপত্রের সমালোচনা না করে আত্মসমালোচনা করুন। আপনি বারবার বলছেন, সংবাদপত্রগুলোতে সাফল্যের খবর নেই। আপনারা তো সাফল্যের খবরও তৈরি করতে পারেন না, সংবাদপত্র লিখবে কিভাবে? ভেবে দেখুন শত শত খারাপ খবরের বিপরীতে কয়টা ভালো খবর আপনারা জন্ম দিতে পারছেন? আপনাদের ব্যর্থতা এবং কর্তব্যে অবহেলার কারণে লঞ্চ ডুবে মানুষ মারা যায়, আপনার মন্ত্রী নিহতের পরিবারকে ছাগল উপহার দেন- এটা আপনাদের সাফল্যের খবর। আপনার মন্ত্রীরা রহস্যজনক কারণে জাপানি রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানি বন্ধ করে দিয়ে ভারতীয় পচা গাড়ির ভাগাড়ে পরিণত করেছেন দেশটাকে। এটা আপনাদের সাফল্যের খবর? দেশ দুর্নীতিতে হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন, এটা সবচেয়ে বড় সাফল্যের খবর। আগে জনসভায় পটকা ফুটতো। হাতবোমা ফাটতো। এখন সর্বাধুনিক প্রযুক্তির গ্রেনেড হামলা হয় জনসভায়, এটা বেশ বড় সাফল্যের খবর? সত্যিই বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদ ছড়াতে দেশে এখন অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে।

মাঝে মধ্যে আপনার কিছু সরল স্বীকারোক্তির প্রশংসা না করলেই নয়, যেমন আপনি বলেছিলেন 'মঙ্গা' কি আপনি জানেন না। এছাড়া আপনি বলেছিলেন আমি তো প্রতিদিন বক্তৃতা দিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। বক্তৃতায় যখন কোনো কাজ হচ্ছে না, সেটা বাদ দিয়ে কাজটাই করুন।

৪ বেফাঁস চৌধুরী থেকে ক্রাইসিস চৌধুরী

এই সরকারের আরেক মন্ত্রী আল্লাহর ওপর ব্যর্থতার দায় চাপিয়েছিলেন। বাবার কোলে থাকা অবস্থায় ছোট শিশু নওশীন সন্ত্রাসীদের মিসফায়ারে খুন হয়েছিল। একমাত্র সন্তানের এ রকম অস্বাভাবিক মৃত্যুতে নওশীনের বাবা-মা যখন দিশেহারা, তখন তাদের কাছে গেলেন দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে'! কী নির্মম সান্ত্বনা বাণী। একটি নিরপরাধ দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবনের নিরাপত্তা তিনি নিশ্চিত করতে পারেন না। আবার আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে বলে রসিকতা করছেন। এ কথা বলে তিনি যেন বলতে চাইলেন দেশের মানুষের, এমনকি একটি শিশুর জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার যোগ্যতাও তার নেই।

হ্যাঁ, সাবেক স্বরাষ্ট্র এবং বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর কথাই বলছি।

বিমান বাহিনীর প্রধান থেকে হঠাৎ রাজনীতিবিদ হয়ে তিনি রাজনীতিতে অনেক নতুন তত্ত্ব এবং শব্দ জন্ম দিয়েছেন।

যেমন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন একের পর এক লাশ পড়েছে। তিনি তত্ত্ব দিলেন 'দেশে খুন বেড়েছে, অপরাধ বাড়েনি।' এ কথা বলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন খুন অপরাধ নয়!

- আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে।
- দেশে খুন বেড়েছে, অপরাধ বাড়েনি।
- আমি ক্রাইসিসম্যান।

এখানেই শেষ নয়। এসব বেফাঁস কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে প্রকাশ্যে সাংবাদিককে তিনি 'স্টুপিড' বলেন। বলেন সাংবাদিকতা শিখিয়ে দেয়ার কথা। কয়েক মাস আগে তাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে।

সাধারণ মানুষ মনে করেছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তার ব্যর্থতার কারণেই তাকে সরানো হয়েছে। কিন্তু তিনি বললেন অন্য কথা- 'তিনি যোগ্য মানুষ তাই যেখানে ক্রাইসিস আছে সেখানে তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। এতদিন দেশের আইনশৃঙ্খলার ক্রাইসিস ছিল, সেখানে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সে সমস্যার সমাধান হওয়ার পর দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় তাকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হলো।'

- উই আর লুকিং ফর শত্রুজ।
- সাম্প্রদায়িক বা উগ্রপন্থি গ্রুপ গ্রেনেড হামলা করেছে বলে মনে হয় না। সিটি মেয়র কামরান হামলার টার্গেট ছিলেন না।

তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার পর দ্রব্যমূল্য দফায় দফায় বেড়েছে। এ অবস্থায় তিনি আবার তত্ত্ব দিলেন, রোদ উঠলে দ্রব্যমূল্য কমবে। মাননীয় মন্ত্রী রোদ তো উঠেছে সেই কবে! দ্রব্যমূল্য তো বাড়ছেই। অনেকটা রোদের তাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। দ্রব্যমূল্য কমার জন্যে কত রোদ উঠতে হবে মাননীয় মন্ত্রী!

৫ ক্ষমতা বৃদ্ধি = কথা বৃদ্ধি

আলতাফ চৌধুরী প্রস্থানের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছোট মন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর হয়েছেন মন্ত্রণালয়ের সর্বময় কর্তা। এতদিন তিনি নীরব থাকলেও সর্বময় কর্তা হওয়ার পর কথার ফুলঝুরি ফুটতে শুরু করেছে তার মুখে।

এখন তিনি নিয়মিত বাণী শোনাচ্ছেন দেশবাসীকে। তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর র‍্যাবের অভিযানের ফলে ছোটখাটো অপরাধ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি কমেছে। কিন্তু নিয়মিত বিরতিতে বোমা এবং গ্রেনেড হামলা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ছাড়াও শাহ এএমএস কিবরিয়া এবং আইভি রহমানের

মতো ভিআইপি রাজনীতিকগণ মারা গেলেন। ব্রিটিশ হাইকমিশনার এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর হামলা হলো। ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় স্মরণকালের ভয়াবহতম গ্রেনেড হামলার পর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বললেন, 'উই আর লুকিং ফর শত্রুজ'। যার থেকে অনেক কষ্টের মাঝেও দেশের মানুষ কিছুটা হাসির খোরাক পেয়েছেন।

সিলেটে লাগাতারভাবে বোমা এবং গ্রেনেড হামলা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত বছর আগস্টের প্রথম দিকে সিলেটের মেয়র বদরুদ্দিন আহমেদ কামরানের ওপর হামলা হলো।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বললেন, 'সাম্প্রদায়িক বা উগ্রপন্থি গ্রুপ বলে মনে হয় না। সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে সিটি মেয়র কামরান সাহেব টার্গেট ছিলেন না।'

কোনো রকম তদন্ত না করে তিনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন সাম্প্রদায়িক বা উগ্রপন্থি গ্রুপ ঐ হামলা চালায়নি এবং টার্গেট সিটি মেয়র ছিলেন না!

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কথা শুনে মনে হয় কারা হামলাকারী সে সম্পর্কে তার একটা ধারণা আছে। কারণ কারা হামলা করেনি সে বিষয়ে যদি জানা থাকে তাহলে কারা করেছে, সেটাও জানা থাকার কথা। কিন্তু কেউ ধরা পড়লো না কেন? রহস্যটা কোথায়?

চট্টগ্রামে দশ ট্রাক অস্ত্র আটকের পর তিনি যথারীতি কোনো তদন্তের আগেই আওয়ামী লীগের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, নাশকতার মাধ্যমে সরকার হঠানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে এই অস্ত্রের যোগসূত্র রয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বশীল পদে থেকে কোনো তদন্ত বা প্রমাণ ছাড়াই এভাবে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলকে অভিযুক্ত করে আর কত আড়াল করবেন প্রকৃত সন্ত্রাসী এবং হামলাকারীদের! আপনার সরকারের সব মন্ত্রী এবং এমপিরা চোখ বুজে বলে আসছিলেন দেশে কোনো সাম্প্রদায়িক জঙ্গি গোষ্ঠী নেই। আপনাদের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর কথার রাজনীতির আড়ালে জঙ্গিরা একের পর এক হামলা চালিয়ে খুন করছে অসংখ্য মানুষ। আর সঙ্গে সঙ্গে খুন করে চলছে বিশ্ববাসীর কাছে দেশের ইমেজ। এতদিন সর্বশক্তি দিয়ে আপনারা বলে আসছিলেন দেশে কোনো সাম্প্রদায়িক জঙ্গি নেই, সবই মিডিয়ার বানানো। তবে কেন এখন দুটি জঙ্গি সংগঠন আপনার নিষিদ্ধ করতে হলো?

মিডিয়া এবং দাতাদের উপর্যুপরি চাপে আপনার সরকার শেষ পর্যন্ত কিছু জঙ্গিকে আটক করেছে। এই কাজটি আপনারা আরো আগে শুরু করলে আজকে হয়তো কিবরিয়া, আহসানউল্লাহ মাস্টার এবং আইভি রহমানদের মতো সজ্জনদের আমাদের হারাতে হতো না। দেশের মানমর্যাদা এভাবে ভূলুণ্ঠিত হতো না।

হ্যাঁ cavbgšx খালেদা জিয়া ইদানীং কথা বলছেন। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসী দল আখ্যা দিয়ে তুলোধুনা করছেন। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে অবনতি করছে, এছাড়া তেমন বেফাঁস কথা তিনি বলছেন না। তবে তার সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী যে হারে 'বেফাঁস' শিল্পের চর্চা করছেন তাতে ওনার আর কথা বলার প্রয়োজন হয় না। দৃশ্যত, সরকারের দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান প্রতিদিনই কথার মালা গেঁথে লম্বা করছেন। এছাড়া কর্নেল আকবর, আলতাফ চৌধুরী, লুৎফুজ্জামান বাবর এবং নাজমুল হুদারা কথা বলা প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। অতি কথা বলছেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এবং দুলুরাও। এরা কাজে নয়, কথা দিয়েই সব সমস্যার সমাধান করে ফেলতে চান! আর যারা বেশি কথা বলেন তারা নিজেদের জ্ঞানী ও গুণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও ওনারা আসলে কতোটা জ্ঞানী তা এই লেখার শুরুতে উল্লিখিত দুই মনীষীর উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিলে বোঝা যায়।

দেশ স্বাধীন হয়েছে ৩৪ বছর হতে চলল। এই ৩৪ বছরে অনেক কথা বলা হয়েছে, অনেক কথা আমরা শুনেছি ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়। এখন আর জনগণ কথা না- কাজ দেখতে চায়।

সহযোগিতা : **রুমানা জামান**

কার্টুন : **রফিকুন নবী**

বিশেষ পুরস্কার ■ বিষয় : অশ্লীলতা

বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম ধূর্ত চরিত্র তিনি। যুদ্ধাপরাধী, মাফিয়া, গডফাদার, সোনা চোরাচালানী, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী এ রকম অনেকগুলো বিশেষণে তাকে বিশেষিত করে বিরোধীরা। তবে তার একটি পরিচয় এখন সবার জানা, তিনি অশ্লীল উক্তি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন। তিনি ওআইসি মহাসচিব পদে বাংলাদেশের প্রার্থী হয়েছিলেন। ঐ নির্বাচনে তার ভরাডুবির পেছনে আওয়ামী লীগ বড় ভূমিকা পালন করে। পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে বিমানবন্দরেই শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে কিছু কুরুচিপূর্ণ উক্তি তিনি করেন। ইঙ্গিতে নয়- সরাসরি বলেন, 'তিনি (হাসিনা) আমার 'সোনা' নিয়ে টানাটানি করছেন কেন...।' শেখ হাসিনার স্বামী ওয়াজেদ মিয়ার নামও সম্পৃক্ত করে সাকাচৌ।